সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৪৬
WEEKLY BOOKLET:246

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সেবা-শুশ্রূষা করার পদ্ধতি

সেবা-শুশ্রূষার ঘটনাবলী

আমার ছেলে কেঁদো না! ২
ওসমানে গনী'র সেবা-শুশ্রূষা জ্ঞাপন ১৫
অন্তরের ফল ২২
বান্দার গোপন তিনটি বিষয় ২৭

উপস্থাপনায়
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সেবা-শুশ্রূষার ঘটনাবলী

আত্তারের দোয়া: **হে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই **"সেবা-শুশ্রূষার ঘটনাবলী"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে মুসলমানের কল্যাণ কামনাকারী বানাও, বিপদ ও আপদ থেকে তাকে নিরাপদ করে বিনা হিসেবে মাগফিরাত করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** আরশ ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না, তিন ধরনের ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** আরশের ছায়ায় থাকবে। আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তারা কারা? (১) ঐ ব্যক্তি, যে আমার উম্মতের পেরেশানি দূর করে (২) আমার সুন্নাতকে জীবিতকারী (৩) আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠকারী।

(আল বদরুস সাফিরা, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমার ছেলে কেঁদো না!

উম্মুল মুমিনীন, মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا বলেন: **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এক যুবককে **তাঁর** মাহফিলে পেলেন না, তখন সাহাবায়ে কিরামকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, আরয করা হলো: তাঁর অনেক জ্বর, এই কারণে সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان তার যৌবনেই ইন্তিকাল হওয়ার ধারণা করতেন, **উম্মতের প্রতি দয়ালু নবী, হুযুর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামকে عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان ইরশাদ করলেন: চলো! আমি তাকে দেখতে যাবো। অতএব দুঃখীদের দুঃখ দূরকারী সদাচরণকারী **প্রিয় নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন তার নিকট পৌঁছলেন তখন সে কাঁদতে লাগলো। **তিনি** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে ইরশাদ করলেন: হে আমার ছেলে! কেঁদো না! কেননা আমাকে জিব্রাঈল (عَلَیۡہِ السَّلَام) সংবাদ দিয়েছে যে, জ্বর আমার উম্মতের জন্য জাহান্নামের উত্তাপের অংশ। (কাশফুল গাম্মা ফি ফযলিল হাম্মী লিস সূয়ুতী, ১৩ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

سُبْحٰنَ اللّٰہ! সেই শারীরিক রোগ কিন্তু সৌভাগ্যবান সাহাবীয়ে রাসূলের মুবারক কদমে দুনিয়ার সকল সুস্থতা উৎসর্গিত হোক, যার সেবা-শুশ্রূষার জন্য **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে এসেছেন। আলা হযরতের ভাই মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ কতইনা সুন্দর বলেছেন:

সরে বালিঁ উনহে রহমত কি আদা লায়ি হে,
হাল বিগড়া হে তু বিমার কি বান আয়ি হে।

(যওকে নাত, ২৫০ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল! **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বর্ণনাকৃত ঘটনায় আপন সাহাবীর অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা এবং সেবা-শুশ্রূষা করার মুবারক ধরনের প্রতি শতকোটি মারহাবা! আহ! আমরাও যেনো আপন মুসলমান ভাইদের খবরা খবর নেয়ার অভ্যাস বানাই, যেমনিভাবে এতে **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির জন্য কারা সেবা-শুশ্রূষার মহান সাওয়াবের সুসংবাদ অর্জিত হবে, তেমনিভাবে একজন মুসলমানের মনে আমাদের ভালবাসাও বৃদ্ধি পাবে, যেমনটি; **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী** صَلَّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করে তবে একজন ঘোষণাকারী আসমান থেকে ঘোষণা করে: তুমি খুশি

হয়ে যাও যে, তোমার এই চলা বরকতময় আর তুমি জান্নাতে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছো। (ইবনে মাজাহ, ২/১৯২, হাদীস ১৪৪৩)

অপর এক হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি কোন রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য যায় তবে **আল্লাহ পাক** তার উপর পঁচাত্তর হাজার (৭৫,০০০) ফিরিশতার ছায়া দান করেন এবং তার প্রতিটি কদম উঠানোতে তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন আর প্রতিটি কদম রাখাতে তার একটি করে গুনাহ মুছে দেন এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন, এমনকি সে তার জায়গায় বসে যায়, যখন সে বসে যায় তখন রহমত তাকে ঢেকে নেয় এবং নিজের বাড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত রহমত তাকে ঢেকে রাখবে। (মু'জামু আওসাত, ৩/২২২, হাদীস ৪৩৯৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাতের উপর আমলের নিয়্যতে নিজের মুসলমান ভাইয়ের সেবা-শুশ্রূষা করুন এবং অত্যধিক সাওয়ার অর্জন করুন আর হ্যাঁ! সেবা-শুশ্রূষা শুধু পরিচিতিদেরই করা সুন্নাত নয় বরং আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শারাফ নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রত্যেকের সেবা-শুশ্রূষা করা সুন্নাত, পরিচিত হোক বা অপরিচিত, আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়। (শরহে মুসলিম লিন নববী, ১৩/৩১)

যদি এই কারণে রোগী দেখতে গেলো যে, আমি যখন অসুস্থ হবো সেও আমাকে দেখতে আসবে তবে সাওয়াব পাওয়া যাবে না।

নামাযী ভাইদের সন্ধান করুন

মুসলমানদের দ্বীতিয় খলিফা, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: “নামাযে তোমাদের ভাইকে না পেলে তবে তাকে অনুসন্ধান করো। যদি অসুস্থ হয় তবে তার সেবা-শুশ্রূষা করো। যদি সুস্থ হয় তবে তাকে সতর্ক করো।” (সতর্ক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জামাআত ছেড়ে দেয়ার জন্য সতর্ক করা যে, এতে অলসতা করা উচিৎ নয়।) (ইহইয়াউল উলুম, ১/২৫৮)

ইমাম সাহেবকে মাদানী পরামর্শ

আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ তাঁর অনন্য কিতাব “**ফয়যানে নামায**” এ বলেন: মসজিদের পেশ ইমামদের খেদমতে পরামর্শ স্বরূপ আরয করছি যে, তিনি যেনো তাঁর মুক্তাদীদের দেখাশুনা করেন যে, তাদের মধ্যে কে জামাআত সহকারে নামায পড়েছে আর কে পড়েনি, যদি কোন নামাযী নামাযে অনুপস্থিত থাকে তবে তার দোকান বা

বাড়িতে গিয়ে অথবা ফোন করে তার খোঁজ নিন, অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যান এবং অলসতার কারণে না আসলে তবে তাকে নেকীর দাওয়াত দিন এবং সকল ইসলামী ভাইয়েরাও এ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিৎ। তাছাড়া ইসলামী বোনদেরও উচিৎ যে, তারা তাদের সন্তানের বাবা থাকলে তাকেও এবং অন্যান্য মাহারিমদেরকে জামাআত সহকারে নামায পড়ার জন্য বুঝাতে থাকা। সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ এর ইচ্ছা যে, হায়! সকল নামাযী বরং তাহাজ্জুদ গুজার হয়ে যেতো।

(ফয়যানে নামায, ২২৩ পৃষ্ঠা)

জামাআত কা জযবা বাড়া ইয়া ইলাহি!
হো শওকে তাহাজ্জুদ আতা ইয়া ইলাহি!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

উৎসাহ প্রদানের জন্য আপাদমস্তক উৎসাহব্যঞ্জক হয়ে যান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জরুরী নয় যে, প্রচন্ড অসুস্থ হলে তবেই দেখতে যাবে বরং দেখতে ছোট মনে হওয়া রোগ বা আঘাত ও কষ্টে কাউকে সমবেদনা জ্ঞাপন করে দুঃখী চেহারা বানিয়ে কল্যাণ কামনা করলে তবে এতেও তার অন্তর খুশি হবে এবং اِنْ شَآءَ الله ভালবাসা বৃদ্ধির উপলক্ষ্য হবে। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা আমীরে আহলে সুন্নাত

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অভ্যাস হলো, যখনই কোন অসুস্থ বা এমন ইসলামী ভাইকে দেখবেন যে, যার হাতে সামান্য ব্যান্ডেজ বাঁধা রয়েছে তবে সহানুভূতি ও কল্যাণকামনা করে অবস্থা জিজ্ঞাসা করতেন এবং নিরাপত্তা ও আরোগ্যের দোয়া করেন। আশিকানে রাসূলের আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সেবা-শুশ্রূষা ও দোয়া পেয়ে খুশি দেখার মতো হয়ে থাকে। আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও **তাঁর** এক প্রিয় সাহাবীর চোখে কষ্ট হওয়ার কারণে সেবা-শুশ্রূষা করেন। যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: হযরত যায়িদ বিন আরকাম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ইরশাদ করেন: আমার চোখ উঠেছে তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে দেখতে আসেন। (আবু দাউদ, ৩/২৫০, হাদীস ৩১০২)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: এ থেকে জানা গেলো যে, সামান্য অসুস্থতায়ও দেখতে যাওয়া সুন্নাত, যেমন চোখ বা কান অথবা দাঁতের মাড়ির ব্যাথা, যদিও তা ভয়ঙ্কর নয় কিন্তু রোগ তো। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৪১৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাতের বার্তা

রবিউল আখির ১৪৩৮হিঃ, জানুয়ারী ২০১৭ইং অনুষ্ঠিত একটি মাদানী মাশওয়ারায় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُهُمُ الۡعَالِيَه **দা’ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারদেরকে কিছুটা এভাবে নিজের উপদেশ দ্বারা ধন্য করেন: “সকল ইসলামী ভাই যদিও সে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হোক বা না হোক তার আনন্দ শোকে অংশগ্রহণ করুন, বিশেষকরে শোকের সময় সেবা-শুশ্রূষা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করাতে অলসতা করবেন না। আনন্দে অংশগ্রহণ না করলে তবে এতো খারাপ লাগবে না কিন্তু দুঃখে অংশগ্রহণ না করলে তবে অনেক খারাপ লাগবে।”

(মারকাযি মজলিশে শূরার মাদানী ফুল)

সুন্নাতেঁ শাহে মদীনা কি তু আপনায়ে জা
দোনোঁ আলাম কি ফালাহ ইস মে মেরে ভাই

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৯৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুসলমানের উপর প্রচন্ড অনুগ্রহ

হে আশিকানে রাসূল! “সেবা-শুশ্রূষা ও সমবেদনা” জ্ঞাপন আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুবই প্রিয় একটি সুন্নাত এবং **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনা পাকের

আশেপাশে বসবাসকারী সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان নিকট তাশরীফ নিয়ে গিয়েও সেবা-শুশ্রূষা করতেন, এটা তাঁর চরম পর্যায়ের বিনয় ও নম্রতা এবং দয়ালু হওয়ার প্রমাণ। হযরত আল্লামা আলী কারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ বলেন: **প্রিয় নবী, রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان উপস্থিত না হতো তাঁদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেন, যদি কেউ অসুস্থ হতো তবে তাঁদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য যেতেন বা কেউ মুসাফির হলে তবে তার জন্য দোয়া করতেন, যদি কেউ ইন্তিকাল হয়ে যেতো তবে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতেন এবং মানুষের আচরণের তদন্ত করে তাদের সংশোধন করতেন। (জমউল ওয়াসায়িল, ২/১৭৭) খলিফায়ে আলা হযরত মাওলানা জামিলুর রহমান রযবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করেন:

হার দম হে তোমহেঁ আপনে গোলামোঁ পে ইনায়াত
দিন রাত কা ইয়ে কার হে সরকার তোমহারা

(কাবালায়ে বখশীশ, ৪৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনায় আমরা হুযুরের গোলামদের জন্য মাদানী ফুল রয়েছে যে, আমরাও যেনো সেবা-শুশ্রূষা করি, কেননা এটা মুসলমানের হকের সাথে সম্পৃক্ত। যখন **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উভয়

জগতের সর্দার হয়ে নিজের সাহাবায়ে কিরামের নিকট সেবা-শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন, তো আমরা আশিকানে রাসূলেরও মুস্তফার এই আচরণকে গ্রহণ করা উচিৎ, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নিকট তাশরীফ নিয়ে যাওয়ার আরো ঘটনা অবলোকন করুন যে, আমরাও যখন কারো অসুস্থতা বা মৃত্যুর সংবাদ পাবো তখন উম্মতের কল্যাণকামনা তাছাড়া সমবেদনা ও মনতুষ্টির সুন্দর প্রেরণার আলোকে যথাসম্ভব এই সুন্নাতে রাসূলের উপর আমল করবো। اِنْ شَآءَ الله

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর সেবা-শুশ্রূষা করার ১১টি ঘটনাবলী

(১) সাতদিন ধরে জ্বর

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত যুন নুখামা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ এর নিকট তাঁর সেবা-শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ নিয়ে আসলেন, তাঁর জ্বর ছিলো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমার কখন থেকে জ্বর? আরয করলেন: সাতদিন থেকে। ইরশাদ করলেন: তোমার ইচ্ছা যে, তুমি চাইলে তবে তোমার জন্য দোয়া করবো **আল্লাহ পাক** তোমায় নিরাপত্তা ও আরোগ্য দান করুক আর

যদি চাও ধৈর্য ধারণ করো। তিনবার এরূপ ইরশাদ করেন, অতঃপর ইরশাদ করলেন: তুমি জ্বর থেকে এই অবস্থায় বের হবে, যেমন তুমি তোমার মায়ের পেট থেকে (অর্থাৎ কোন গুনাহ ব্যতীত) বের হয়েছিলে। তিনি আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি ধৈর্য ধারণ করবো।

(মওসুআতু লিইবনে আবীদ দুনিয়া, ৪/২৯৪, হাদীস ২৪৫)

হার ওয়াক্ত তরক্কী পে দরদে মুহাব্বাত
চিঙ্গা না হো মাওলা কভী বিমার তোমহারা

(কাবালায়ে বখশীশ, ৪৭ পৃষ্ঠা)

কালামের অর্থ: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! হায়! যেনো আপনার ভালবাসা সর্বদা আমার অন্তরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আমি আপনার ভালবাসায় এমন অসুস্থ হয়ে যাই যে, কখনোই ঠিক যেনো না হই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সকল গুনাহ মুছে দেয়া হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জ্বরের ফযীলত সম্পর্কে কি বলবো! হাদীসে পাকে রয়েছে: নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** মুমিনের এক রাতের জ্বরের কারণে তার সকল গুনাহকে মুছে দেন। (শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৬৭, হাদীস ৯৮৬৬) মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হাসান বসরী

رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মনে করতেন যে, একরাতের জ্বর পূর্ববর্তী সারা জীবনের গুনাহের কাফফারা স্বরূপ। (শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৬৭, হাদীস ৯৮৬৭)

জু হে বিমার সেহত কে তলব　　উন পে ফরমা করম রাব্বে গালিব
তুঝ সে রহম ও করম কি দোয়া হে　　ইয়া খোদা তুঝ সে মেরী দোয়া হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩৬,১৩৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

এক রাতের জ্বরের ফযীলত

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: এক রাতের জ্বর এক বছরের গুনাহকে মুছে দেয়। (মওসুআতু লিইবনে আবীদ দুনিয়া, ২/২৩৯, হাদীস ৫০)

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এরূপ এই কারণে ইরশাদ করা হয়েছে যে, জ্বর এক বছরের শক্তি নিঃশেষ করে দেয় এবং এটাও বলা হয়েছে যে, “মানুষের ৩৬০টি জোড়া থাকে” (আবু দাউদ, ৪/৬৪১, হাদীস ৫২৪২) আর জ্বরের প্রভাব প্রতিটি জোড়ায় হয়ে থাকে (মুসান্নিফ ইবনে আবী শেয়বা, ৭/৯৯, হাদীস ১০৯২২) অতএব প্রতিটি জোড়া ব্যথা অনুভব করে থাকে, যার কারণে প্রতিটি জোড়া একদিনের কাফফারা হয়ে যায়। (ইহইয়াউল উলুম, ৪/৩৫৬)

ইয়ে তেরা জিসম জু বিমার হে তাশভিশ না কর
ইয়ে মারায তেরে গুনাহোঁ কো মিঠা জাতাহে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) জাহান্নামের গরম

মহান তাবেয়ী হযরত উরওয়া বিন যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ আমাদের প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا থেকে বর্ণনা করেন (যিনি তাঁর খালা ছিলেন) যে, একবার **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বনু গিফার গোত্রের এক ব্যক্তিকে সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জ্বর জাহান্নামের গরম থেকে আর তা জাহান্নাম থেকে মুমিনের অংশ।" অতঃপর **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার জন্য দোয়া করলেন: "হে **আল্লাহ পাক!** এর আশা পূরণ করো।" তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন এবং তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেলো। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক এমন যে, যদি (কোন ব্যাপারে) তারা **আল্লাহ পাকের** শপথ করে নেয় তবে **আল্লাহ পাক** তাঁদের শপথ অবশ্যই পূরণ করে দেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/২০৮, হাদীস ১৯৬০, নম্বর ১৭১) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত

হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

নজম কি এয়্য খোদা আ'রযু হে এহি
আ'শিকে যার কি আ'বরু হে এহি
মউত কে ওয়াক্ত সর উন কে কদমোঁ মে হো
দীদ হোতী রাহে দম নিকালতা রাহে

হে আশিকানে রাসূল! আফসোস! শতকোটি আফসোস! যখন আমাদের দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময় আসবে তখন যেনো **নূরানী আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **তাঁর** নূরানী চেহারার দর্শন দিয়ে, নূর বর্ষণ করতে করতে তাশরীফ নিয়ে আসে এবং আমাদের কলেমা পড়ায় অতঃপর এই সুন্দর ও মনোরম জ্বলওয়ার মাঝেই আমাদের রূহ শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়। **আল্লাহর** শপথ! মুক্তি পেয়ে যাবো। আমার আক্বা আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এভাবে দোয়া করতেন:

ইয়া ইলাহী ভূল জাওঁ নাযআ কি তাকলিফ কো
শাদিয়ে দীদার হুসনে মুস্তফা কা সাথ হো
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৩২ পৃষ্ঠা)

পঙক্তির অর্থ: হে আমার **প্রিয় আল্লাহ পাক!** আমি মৃত্যুর সময় হওয়া কষ্টকে ভূলে যাবো যদি সেই সময় **তোমার প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্দর চেহারার দীদার হয়ে

যায়। আফসোস! শতকোটি আফসোস! যেনো এরূপ হয়ে যায়। আমার শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে ছন্দাকারে এভাবে লিখেন:

ইয়ে আরযে গুনাহগার কি হে শাহে যামানা
জব আ'খেরি ওয়াক্ত আয়ে মুঝে ভূল না জানা
সাকরাত কি জব সখতিয়াঁ সরকার হোঁ তারি
লিল্লাহ! মুঝে আপনে নাযারোঁ মে গুমানা
জব দম হো লবোঁ পর এ্যয় শাহানশাহে মদীনা
তুম জ্বলওয়া দেখানা মুঝে কলেমা ভি পড়ানা
আক্বা মেরা জিস ওয়াক্ত কেহ দম টুট রাহা হো
উস ওয়াক্ত মুঝে চেহারায়ে পুর নূর দেখানা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৫২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) ওসমানে গনী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ 'র সেবা-শুশ্রূষা জ্ঞাপন

মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা, হযরত ওসমানে গনী যুন নুরাঈন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: যখন আমি অসুস্থ হলাম তখন **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে দেখতে আসেন এবং বারবার এই বাক্য পাঠ করেন: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اُعِيْذُكَ بِاللّٰهِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ مِّنْ شَرِّ مَا تَجِدُ۔ **অনুবাদ: আল্লাহ**র নামে শুরু, **যিনি** অতিশয় দয়ালু, আমি

তোমাকে ঐ কষ্টের অনিষ্ট থেকে যা **তোমার** রয়েছে **আল্লাহর** আশ্রয়ে দিচ্ছি, **যিনি** হলেন এক, অমুখাপেক্ষী, না **তাঁর** কোন সন্তান রয়েছে আর না **তিনি** কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং না **তাঁর** কোন জোড়া রয়েছে। (ইহইয়াউল উলুম, ২/২৬২) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمين بِجاهِ خاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জু দিল কো যিয়া দেয় জু মুকাদ্দার কো জিলা দেয়
ওহ জ্বলওয়ায়ে দীদার হে ওসমানে গনী কা
হার সাহাবীয়ে নবী! জান্নাতী জান্নাতী!
চার ইয়ারানে নবী! জান্নাতী জান্নাতী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) মাওলা আলীর দরবারে জ্বরের হাজিরী

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, আমীরুল মুমিনীন হযরত মাওলা আলী মুশকিল কোশা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ অসুস্থ হলে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে সেবা-শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ নিয়ে আসেন এবং তাঁকে ইরশাদ করেন: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ تَعْجِيْلَ عافِيَتِكَ اَوْ صَبْراً عَلٰى بَلِيَّتِكَ اَوْ خُرُوْجًا مِّنَ الدُّنْيَا اِلٰى رَحْمَتِكَ ۔ **অনুবাদ:** “হে **আল্লাহ!** আমি **তোমার** নিকট **তোমার** নিরাপত্তার দ্রুততা বা

তোমার পক্ষ থেকে আসা বিপদে ধৈর্য ধারণ করার অথবা দুনিয়া থেকে **তোমার** রহমতের দিকে যাওয়ার প্রার্থনা করছি।” যখন তুমি এটা বলে নিবে তখন তোমাকে এই তিনটির (অর্থাৎ দ্রুত সুস্থতা, নিজের অসুস্থ্যায় ধৈর্য ধারণ বা দুনিয়া থেকে **আল্লাহ পাকের** রহমতের দিকে ফিরে যাওয়া) মধ্য থেকে একটি দেয়া হবে।

(মুসনাদিশ শাহাব, ২/৩৩৩, হাদীস ১৪৭০। ইহইয়াউল উলুম, ২/২৬২)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৫) বরকতময় দোয়া

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আলীউল মুরতাদার নিকট তাশরীফ নিয়ে আসেন, তাঁর জ্বরের প্রচন্ডতার কারণে বিছানায় স্বস্তি আসছিলো না। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে আলী! নিশ্চয় দুনিয়ায় মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার আম্বিয়ায়ে কিরামকে (عَلَیۡہِمُ السَّلَام) লিপ্ত করা হয়েছিলো এবং (তাঁদের পর) ঐসকল লোক যারা তাঁদের সাথে ছিলেন, ব্যস তোমার মুবারক হোক যে, এতে তোমার জন্য সাওয়াব

রয়েছে। তুমি কি চাও যে, এটা (জ্বর) তোমার থেকে দূর হয়ে যাক? হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করেন: জি হ্যাঁ! ইরশাদ করলেন: তবে এভাবে পাঠ করো:

اَللّٰهُمَّ ارۡحَمۡ عَظۡمِیَ الدَّقِیۡقَ وَجِلۡدِیَ الرَّقِیۡقَ وَاَعُوۡذُبِكَ مِنۡ فَوۡرَةِ الۡحَرِیۡقِ یَا اُمَّ
مِلۡدَمٍ ! اِنۡ كُنۡتِ اٰمَنۡتِ بِاللهِ وَالۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ فَلَا تَاۡكُلِیۡ اللَّحۡمَ وَلَا تَشۡرِبُیۡ الدَّمَ وَلَا
تَفُوۡرِیۡ عَلَی الۡفَمِ وَانۡتَقِلِیۡ اِلٰی مَنۡ یَّزۡعَمُ أَنَّ مَعَ اللهِ اِلٰهاً اٰخَرَ فَاِنِّیۡ أَشۡهَدُ اَنۡ لَّآ اِلٰهَ
اِلَّا اللهُ وَحۡدَهٗ لَا شَرِیۡكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبۡدُهٗ وَرَسُوۡلُهٗ

অনুবাদ: হে **দয়ালু মাওলা**! আমার নরম হাড় এবং পাতলা চামড়ার প্রতি দয়া করো আর হে **আল্লাহ পাক**! আমি প্রচন্ড গরম থেকে **তোমার** আশ্রয় প্রার্থনা করছি, হে উম্মে মিলদম (এটি জ্বরের উপনাম) যদি তুমি **আল্লাহ** ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখো, তবে আমার মাংস খেয়ো না এবং আমার রক্ত পান করো না আর তুমি আমার মুখের দিকে এসো না এবং আমার মাথার দিকে উঠো না, তুমি তার দিকে চলে যাও, যে মনে করো **আল্লাহ** ছাড়া অন্য কোন খোদাও রয়েছে, নিশ্চয় আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ** ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই এবং **মুহাম্মদ তাঁর** বিশেষ বান্দা ও রাসূল।

মাওলা মুশকিল কোশা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: আমি যখন এই দোয়া পাঠ করলাম তখনই আমাকে জ্বর থেকে মুক্তি দেয়া হলো। (অর্থাৎ জ্বর চলে গেলো) ইমাম জাফর সাদিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: আমরা আহলে বাইতরা এই দোয়া একে অপরকে শিখাতাম, এমনকি নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদেরও শিখাতাম। যারাই এই দোয়া পড়ে যদি তার মৃত্যুর সময় না আসে তবে তাকে নিরাপত্তা দেয়া হতো (অর্থাৎ জ্বর চলে যেতো)। (কিতাবুদ দোয়ায়ি লিত তাবারানী, ৩৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস ১১২৩)

আশিকে মুস্তফা মুরতাদা মুরতাদা
সায়্যিদুল আউলিয়া মুরতাদা মুরতাদা
খায়িফে কিবরিয়া মুরতাদা মুরতাদা
মুত্তাকী পার-সা মুরতাদা মুরতাদা
দো গুনাহ সে দাওয়া মুরতাদা মুরতাদা
মুজ কো নেক দো বানা মুরতাদা মুরতাদা
ভিখ দিজিয়ে শাহা মুরতাদা মুরতাদা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রোগ দূর হয়ে যাবে

ইমামে আজলূনী শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার অসুস্থতায় আমাকে দেখতে আসেন এবং ইরশাদ

করেন: যেই রোগীর মৃত্যুর সময় এখনো আসেনি যদি তুমি (তার জন্য) এই বাক্য দ্বারা **আল্লাহ পাকের** নিকট সাতবার আশ্রয় প্রার্থনা করো তবে **আল্লাহ পাক** সেই রোগ তার থেকে দূর করে দিবেন। “اَسْئَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ” **অনুবাদ:** আমি মহত্ত্ববান, আরশে আযমের মালিকের নিকট তোমার জন্য আরোগ্য প্রার্থনা করছি। (কাশফুল খফা, ১/১১০, ৩৪৮নং হাদীসে পাদটীকা। কিতাবুদ দোয়ায়ি লিত তাবারানী, ৩৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ১১১৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬) জ্বরকে মন্দ বলোনা

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পাশাপাশি নিজের আহলে বাইতের (অর্থাৎ পরিবারবর্গ) মধ্যে কোন অসুস্থ হলে তবে তাদেরও সেবা-শুশ্রূষা জ্ঞাপন করতেন। আমাদের বাইরের পাশাপাশি পরিবারের প্রতিও খেয়াল রাখা উচিৎ, এমন যেনো না হয় যে, সকল বন্ধুদের সেবা-শুশ্রূষা করা হচ্ছে আর নিজের ঘরে অসুস্থ মা বা দূর্বল বাবা কিংবা সন্তানের মা ইত্যাদি অসুস্থ হয়ে পরে আছে আর তাদের সমবেদনা ও কল্যাণকামনার সময়ই নাই।

একবার মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর জ্বর হলো তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে আসলেন (তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আমি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জ্বরের কথা বললাম এবং একে অপছন্দ করলাম) তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: নিশ্চয় জ্বর নির্দেশ মান্যকারী, তুমি একে মন্দ বলো না কিন্তু যদি তুমি চাও তবে আমি তোমাকে এমন বাক্য শিখাবো যে, যখন তুমি তা বলবে তখন **আল্লাহ পাক** তোমার থেকে জ্বরকে দূর করে দিবেন। (অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে সেই দোয়া শিখালেন যা হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে শিখিয়েছিলেন) হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আমি যখনই এটা পাঠ করলাম তখন আমার জ্বর দূর হয়ে গেলো।

(কানযুল উম্মাল, অংশ ১০, ৫/৪১, হাদীস ২৮৫০৮)

কিয়া মুবারক নাম হে অউর কেয়সা পেয়ারা হে লকব
আয়েশা মাহবুবায়ে মাহবুব রাব্বিল আলামিন
আয়ায়ে তাতহীর মে হে উন কি পাকি কা বয়াঁ
হে ইয়ে বিবি তাহেরা শোহরে ইমামুত তাহেরিঁ

(দিওয়ানে সালিক, ৮২ পৃষ্ঠা)

যাওজায়ে মুস্তফা সায়্যিদা আয়িশা
আবিদা যাহিদা সায়্যিদা আয়িশা
সাজিদা সায়েমা সায়্যিদা আয়িশা
আরিফা আদিলা সায়্যিদা আয়িশা
আলিমা আমেলা সায়্যিদা আয়িশা
তায়্যিবা তাহিরা সায়্যিদা আয়িশা
খুলদ মে দাখিলা সায়্যিদা আয়িশা
দো খোদা সে দিলা সায়্যিদা আয়িশা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অন্তরের ফল

(৭) হযরত বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا 'র সেবা-শুশ্রূষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সন্তান অন্তরের ফল হয়ে থাকে, তাদের কষ্ট পিতামাতার উপর খুবই কঠিন হয়ে থাকে। কন্যা সন্তান **আল্লাহ পাকের** রহমত হয়ে থাকে, তারা ভালবাসা পোষণকারীনি হয়ে থাকে, যার ঘরে কন্যা জন্মগ্রহণ করে তার খুশি হওয়া উচিৎ যে, **আল্লাহ পাক** আমাকে ঐ নেয়ামত দান করেছেন, যা **তাঁর প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও দান করেছেন, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কন্যা সন্তানকে মন্দ বলো না, আমিও কন্যা সন্তানের জনক। নিশ্চয় কন্যা সন্তান তো অনেক ভালবাসা

পোষণকারী, দুঃখ মোচনকারী এবং অনেক বেশি দয়ালু হয়ে থাকে।” (মুসনাদিল ফিরদাউস, ২/৪১৫, হাদীস ৭৫৫৬)

এক বুযুর্গ বলেন: ছেলে সন্তান হলো নেয়ামত আর কন্যা সন্তান হলো নেকী, **আল্লাহ পাক** নেয়ামতের হিসাব নেন আর নেকীর জন্য সাওয়াব দান করেন। (বাহজাতুল মাজালিস, ৩/৭৬৩)

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** প্রিয় শাহজাদী (অর্থাৎ কন্যা) জান্নাতী রমনীদের সর্দার হযরত বিবি ফাতিমা যাহরা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا কে খুবই স্নেহ ও ভালবাসতেন।

খাদিমে নবী, হযরত আনাস رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন যে, আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মসজিদে ছিলাম, সূর্যোদয় হয়ে গেলো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদ থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসলেন তখন আমি পেছনে পেছনে যেতে লাগলাম, **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমার সাথে আসো, এক পর্যায়ে **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** প্রিয় শাহজাদী হযরত বিবি ফাতিমা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا এর নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তিনি رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا ঘুমাচ্ছিলেন, **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে ফাতিমা! তোমাকে এই সময়ে কোন বিষয়টি

ঘুমাতে বাধ্য করলো? তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আরয করলেন: আমি কাল রাত থেকে জ্বরে আক্রান্ত। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ঐ দোয়া যা আমি তোমাকে শিখিয়েছিলাম, তার কি হলো? আরয করলেন: আমি ভূলে গেছি। ইরশাদ করলেন: এভাবে বলো: يَا حَیُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِیْ شَاْنِیْ كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنِیْ اِلٰی اَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ وَلَآ اِلٰی نَفْسِیْ طَرْفَةَ عَيْنٍ **অনুবাদ:** হে চিরঞ্জীব, হে অন্যকে প্রতিষ্ঠাকারী! আমি **তোমার** রহমত থেকে **তোমার** সাহায্য প্রার্থনা করছি যে, **তুমি** আমার সমস্ত কাজ ঠিক করে দাও এবং আমাকে চোখের পলকের সময় পর্যন্তও কারো এবং নিজের নফসকে সমর্পণ করোনা। (মু'জামু আওসাত, ২/৩৬৮, হাদীস ৩৫৬৫) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষণ হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নবী কে দিল কি রাহাত অউর আলী কে ঘর কি যিনত হে
বয়াঁ কিস সে হো উন কি পাক তিনাত পাক তালআত কা
আগর সালিক ভি ইয়া রব দাওয়ায়ী জান্নাত করে হক হে
জু ওহ যাহরা কি হে ইয়ে ভি তু হে খাতুনে জান্নাত কা

(দিওয়ানে সালিক, ৮৭-৮৯ পৃষ্ঠা)

দুখতারে মুস্তফা সায়্যিদা ফাতিমা
যাওজায়ে মুরতাদা সায়্যিদা ফাতিমা
সালিহা পার-সা সায়্যিদা ফাতিমা
মুতলাকা বা'হায়া সায়্যিদা ফাতিমা
তায়্যিবা তাহিরা সায়্যিদা ফাতিমা
সাবেরা শাকেরা সায়্যিদা ফাতিমা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ✿✿✿ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮) হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ 'র সেবা-শুশ্রূষা

খাদিমে নবী, হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: হযতর জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে একটি দোয়া বলেছেন, হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ যখন অসুস্থ ছিলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে এই দোয়া ইরশাদ করেন:

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْراً اِنَّ كِبْرِيَآءَ رَبِّنَا وَجَلَالَهُ وَقُدْرَتَهُ بِكُلِّ مَكَانٍ اَللّٰهُمَّ اِنْ اَنْتَ اَمْرَضْتَنِيْ لِتَقْبِضَ رُوْحِيْ فِيْ مَرَضِيْ هٰذَا فَاجْعَلْ رُوْحِيْ فِيْ اَرْوَاحِ مَنْ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنْكَ الْحُسْنٰى وَبَاعِدْنِيْ مِنَ النَّارِ كَمَا بَاعَدْتَّ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنْكَ الْحُسْنٰى۔

অনুবাদঃ আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়, **তিনি** এক, **তাঁর** কোন অংশদার নেই, **তাঁরই** রাজত্ব এবং সকল প্রশংসা **তাঁরই** জন্য, **তিনিই** জীবিত করেন এবং **তিনিই** মৃত্যু দান করেন আর **তিনি** জীবিত, **তাঁর** জন্য মৃত্যু নেই। **আল্লাহ** পবিত্র, **যিনি** বান্দা এবং শহরের **প্রতিপালক**, সর্বাবস্থায় **আল্লাহ**র অধিক হামদ, পবিত্র ও মুবারক হামদ। **আল্লাহ** সর্বশ্রেষ্ঠ নিশ্চয় আমাদের **প্রতিপালকের** মহত্ব, **তাঁর** উৎকর্ষতা, **তাঁর** ক্ষমতা সব জায়গায়। হে **আল্লাহ**! যদি **তুমি** আমাকে এই কারণে অসুস্থ্য করেছো, যাতে **তুমি** আমার রূহ আমার এই অসুস্থতায় কবয করে নাও তবে আমার রূহকে ঐসকল রূহের সাথে মিলিয়ে দাও, যাদের জন্য **তোমার** পক্ষ থেকে জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে এবং আমাকে জাহান্নাম থেকে দূরে করে দাও, যেমন **তুমি তোমার** বন্ধুকে জাহান্নাম থেকে দূরে রেখেছো, যাদের জন্য **তোমার** পক্ষ থেকে জান্নাতের ওয়াদা হয়েছে। (মওসুআতু লিইবনে আবীদ দুনিয়া, ৪/৩৭০, হাদীস ১৫৯)

নবীর সকল সাহাবী! জান্নাতী জান্নাতী
সকল সাহাবীয়াও! জান্নাতী জান্নাতী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৯) হযরত সালমান ফারেসী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র সেবা-শুশ্রূষা

রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সালমান ফারেসী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে নিজের মুবারক মাহফিলে দেখলেন না, তখন তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে **তাঁর** খেদমতে আরয করা হলো যে, তিনি অসুস্থ। অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর সেবা-শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাক** তোমায় প্রতিদান বৃদ্ধি করুক এবং তোমায় তোমার দ্বীন ও শরীরে শেষ সময় পর্যন্ত নিরাপত্তা প্রদান করুক, তোমার জন্য তোমার ব্যথায় তিনটি বিষয় রয়েছে: প্রথমটি হলো যে, এই অসুস্থতা তোমাকে তোমার দয়ালু প্রতিপালকের স্মরণ করিয়ে দিবে। দ্বিতীয়টি হলো যে, তোমার পূর্ববর্তী গুনাহ মুছে দেয়া হবে। আর তৃতীয়টি হলো যে, তুমি দোয় করো, যে বিষয়ে ইচ্ছা, কেননা অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

(মওসুয়াতু ইবনে আবীদ দুনিয়া, ৪/২৪৯, হাদীস ৯১)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: হযরত সালমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার সেবা-শুশ্রূষা করলেন এবং ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাক** তোমাকে অসুস্থতা থেকে আরোগ্য দান দান করুক এবং তোমার গুনাহ

ক্ষমা করুক আর তোমার দ্বীন ও শরীরে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত নিরাপত্তা দান করুক। (মু'জামু কবীর, ৬/২৪০, হাদীস ৬১০৬)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষণ হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ওহ দোয়া জিস কা জু বান বাহারে কবুল
ইস নাসিমে ইজাবাত পে লাখো সালাম

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩০২ পৃষ্ঠা)

শব্দার্থ: জু বান: আলোকিত। নাসিম: সুগন্ধিময় বাতাস। ইজাবত: কবুলিয়্যত।

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করছেন: **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী মাহবুব** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক দোয়ার আলো এমন যে, এর প্রভাব সাথেসাথেই প্রকাশ হয়ে যায়, **তাঁর** মুবারক দোয়ার কবুলিয়্যতের এই সুবাশিত এবং শীতল বাতাসের প্রতি লাখো সালাম বর্ষিত হোক।

নবীর সকল সাহাবী! জান্নাতী জান্নাতী
সকল সাহাবীয়াও জান্নাতী জান্নাতী

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! ❀❀❀ صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

(১০) অসুস্থতা গুনাহের ময়লাকে দূর করে দেয়

হযরত বিবি উম্মে আলাআ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا যিনি হযরত হাকীম বিন জিযাম رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ’র ফুফী এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাইয়াতকারীনি নেককার সাহাবীয়ার অন্তর্ভূক্ত, তিনি বলেন যে, “যখন আমি অসুস্থ হলাম তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার সেবা-শুশ্রূষা জ্ঞাপন করেন এবং আমাকে ইরশাদ করেন: হে উম্মে আলাআ! সুসংবাদ! শুনে নাও যে, মুসলমানের অসুস্থতা তার থেকে গুনাহকে এমনভাবে দূর করে দেয়, যেমন আগুন লোহা ও রূপার আবর্জনাকে দূর করে দেয়।” (আবু দাউদ, ৩/২৪৬, হাদীস ৩০৯২)

নবীর সকল সাহাবী! জান্নাতী জান্নাতী
সকল সাহাবীয়াও জান্নাতী জান্নাতী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১১) জ্বর ক্লান্ত করে দিলো

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আনসারী সাহাবীয়ার সেবা-শুশ্রূষা জ্ঞাপন করলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কেমন বোধ করছো? তখন তিনি আরয করলেন: ভাল! কিন্তু এই জ্বর আমাকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। (একথা শুনে) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ধৈর্য ধারণ

করো, কেননা জ্বর মানুষের গুনাহকে এমনভাবে দূর করে দেয়, যেভাবে চুল্লি লোহার মরীচা দূর করে দেয়।

(মু'জামু কবীর, ২৪/৪০৫, হাদীস ৯৮৪)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

নবীর সকল সাহাবী! জান্নাতী জান্নাতী
সকল সাহাবীয়াও জান্নাতী জান্নাতী

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আখেরী নবী ইরশাদ করেন:

মুসলমানের অসুস্থতা তার গুনাহ সমূহকে এমনিভাবে দূরীভূত করে দেয় যেমনিভাবে আগুন লোহা ও রূপার ময়লাকে দূরীভূত করে দেয়।

(আবু দাউদ, ৩/২৪৬, হাদীস: ৩০৯২)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা
হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-কারাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭১৫৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net